১৪

সংবাদ

তারিখ SEP 10 2006
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

এইচএসসি পরীক্ষায় ফলের ভালমন্দ

গত বৃহস্পতিবার একযোগে ৭টি শিক্ষা বোর্ডের ২০০৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। একই সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এবারের পরীক্ষার ফলের উল্লেখযোগ্য দিক হলো ৭ বোর্ডে পাসের গড় হার শতকরা ৬৪ ভাগের কাছাকাছি। এ বছর রেকর্ডসংখ্যক পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। পাসের হারও গত ৬ বছরে সর্বোচ্চ। মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষার ক্ষেত্রেও এ যাবৎকালের মধ্যে এবারে পাসের হার সবচেয়ে বেশি। কামিলে পাসের হার শতকরা ৯৪.৬ ভাগ! শিক্ষামন্ত্রী এইচএসসি পরীক্ষায় এবারের ফলকে 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ' ফল হিসেবে অভিহিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াও এইচএসসি ও সমমানের অন্যান্য পরীক্ষার ফলে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। যারা এবার পরীক্ষায় পাস করেছে তাদের প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন। আর যারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে, তাদের মনে রাখা উচিত পরীক্ষায় পাস-ফেল মেধার চূড়ান্ত বিচার নয়। একবার অকৃতকার্য হলেই জীবনের সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায় না।

এইচএসসি পরীক্ষায় এতটা ভাল ফল নিয়ে জল্পনা-কল্পনা আছে। বাংলাদেশের একজন শিক্ষার্থীর কাছে সবচেয়ে কঠিন বিষয় ইংরেজি বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু পাঠ্য এবং পরীক্ষার ধরনে 'সৃজনশীল' পরিবর্তন আনায় তাতে নাকি পাস করা অনেকটা সহজ হয়ে গেছে। আবার কোন বিষয়ে কঠিন প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষার্থীকে যেন 'বিপদে' না ফেলা হয় তা নিশ্চিত করতে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ নিজেরাই এখন সচেষ্ট। পরীক্ষার খাতার মূল্যায়নেও পরীক্ষকদের রক্ষণশীল মনোভাবের বদলে উদার হতে এবার নাকি 'উদ্বুদ্ধ' করা হয়েছে। অন্যদিকে ইদানীংকার নিয়মানুযায়ী কলেজের নির্বাচনী পরীক্ষায় এক বিষয়ে ফেল করা পরীক্ষার্থীদের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে দেয়া হচ্ছে না। উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষক ও পরীক্ষকরা বলছেন, পাস করা সহজ করার কারণে পাসের হার বেড়ে গেলেও ছাত্রছাত্রীদের শেখা ও জানার পরিধি তেমন বাড়েনি। এখানেও শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। জোট সরকারের 'ফিল-গুড' শেষ বছরে মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা বোর্ডের অবিশ্বাস্য ভাল ফল নিয়ে এক ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অভিযোগ করা হচ্ছে।

এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলে আগের মতোই ঢাকা মহানগরের কলেজগুলো সবচেয়ে বেশি ভাল করেছে। সর্বোচ্চ গ্রেড পয়েন্ট এভারেজের ভিত্তিতে সেরা দশে স্থান পাওয়া ৭টি কলেজই ঢাকা শহরে। বাকি তিনটির দুটি রাজশাহীতে এবং চট্টগ্রামে একটি। পরীক্ষার ফলের নেতিবাচক দিকগুলোরও ধারাবাহিকতা বজায় আছে। দেশের ৮৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কোন শিক্ষার্থীই পাস করেনি। অর্থাৎ ৮৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ফেল' করেছে। এখানেও অনেকে 'পজিটিভ' আভাস পেয়েছেন। গত বছরের ১৩১টির তুলনায় এসব ফেল করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কিছুটা কমেছে। এবারে 'শূন্য পাস' প্রতিষ্ঠানের ৩১টিই মাদ্রাসা এবং কারিগরি বোর্ডের ১৬টি। শূন্য পাসের বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই গ্রামাঞ্চলে। এবারের শূন্য পাস প্রতিষ্ঠানের কোন কোনটি গতবারও শূন্য পাস ছিল কি না জানা যায়নি। এসব কলেজের অনেকগুলোই শুধু স্থানীয় রাজনৈতিক বিবেচনায় স্থাপন করা হয়েছিল কি না খুঁজে বের করতে হবে এবং যদি বাড়তি বরাদ্দ দিয়ে উন্নতি করা সম্ভব না হয় তবে এগুলো বন্ধ করে দিলে অপচয় কমবে।

বরাবরের মতো এবারও শহর ও মফস্বলের ব্যবধান প্রকট। বলা যায় আগের চেয়ে বেশি প্রকট। যথারীতি শহরকেন্দ্রিক কলেজগুলোই ভাল ফল করেছে। মফস্বলের কলেজগুলোর মাঝারি ও খারাপ ফল প্রমাণ করে, দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য স্থায়ী রূপ নিচ্ছে। সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিলেও মফস্বলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি নজরদারির অভাব থেকে যাচ্ছে। অন্যদিকে পরীক্ষার ফলাফল শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের বিত্ত, সচেতনতা এবং প্রাইভেট পড়ানোর আর্থিক সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। সব মিলিয়ে মফস্বলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবধান আনুপাতিক হারে বেড়েই যাচ্ছে। আগামীর জন্য বিষয়টি চ্যালেঞ্জ হয়েই রইল।